বাফলা - শ্মশানের মাঝে বাংলাদেশ প্যারেড - মতামতের প্রতিবাদ

মতামত

একুশের গত ৩০শে এপ্রিল সংখ্যায় বাংলা পাঠশালার জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবুর - **"বাফলা" শ্মশানের মাঝে বাংলাদেশ প্যারেড** - শিরোনামে তাঁর প্রতিবেদনের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই প্রতিবেদনটিতে জনাব এম হোসেন বাবু তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সুবাদে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ সকলের জন্যই অবারিত রয়েছে এবং এই প্রতিবেদনটি পড়ে আমার মনে হয়েছে তিনি এই স্বাধীনতার চর্চা করছেন এবং আবারো তাঁর এই বাক-স্বাধীনতার চর্চা বারবার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী সমাজে তার গঠনমূলক সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য সুপরিচিত। বাংলা পাঠশালার কার্যক্রম একটি সমাজসেবা কার্যক্রম বলে সুধী সমাজে তাঁর স্বীকৃতি রয়েছে। সে যাই হোক, আমি তার মতামতের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা একমত পোষন করলেও বাকী অধিকাংশই আমার কাছে খুবই অগ্রহনযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

প্রথমেই আমি বলবো এই প্রতিবেদনটির শিরোনামটি ভূল উপমা এবং অতি অনুপ্রাশদুষ্ট। লস এঞ্জেলেসের অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ভারমন্ট সড়কে সহস্রাধিক বাংলাদেশী-আমেরিকান জনতার সগর্ব উপস্থিতিকে তাঁর এভাবে খর্ব করাটা মোটেই ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি। অতি ব্যস্ত এই ভারমন্ট সড়ককে যানবাহন চলাচল বন্ধ করার ফলে এটিকে যদিও স্থবির মনে হয়েছে তবুও এটিকে শ্মশানতুল্য মনে করার কোন কারন নেই, বরঞ্চ সহস্রাধিক জনতার সমাবেশ তার থেকে বেশী গতিশীল ও মূখরিত করে তুলেছিল সেদিন এই সড়কটিকে, যদিও জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু প্রায় সাড়ে তিনশত বাংলাদেশীর উপস্থিতির কথা উলে-খ করেছেন। আমি একটু হতাশই হয়েছি জনাব এম হোসেন বাবুর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে পেরে। সহজ গণিতেই বলা যায়, অংশগ্রহনকারী ৩৫টির বেশী সংগঠন থেকে গড়পড়তা ৩০জন করে অংশ নিলেও অনায়াসে বলে দেওয়া যায় সহস্রাধিক জনতার সমাবেশ সেখানে হয়েছিল, এই সহজ হিসাবের জন্য গণিতজ্ঞ হওয়ার দরকার হয়না। সত্য স্বীকার করতে আমার দ্বিধার কোন কারন নেই যে, প্যারেডের দুপাশে লক্ষ্যনীয় কোন আমেরিকান প্রধান জনগোষ্ঠির সমাবেশ হয়নি, কেননা প্রচারণায় যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যাদের মাধ্যমে প্রধান জনস্রোতের প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো সম্ভব তাঁদের সিংহভাগই প্রচার কাজে সহায়তা করতে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসেননি।

জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবুর আরো একটি মন্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণই অগ্রহনযোগ্য, তা উলেখ না করলেই নয়; তিনি মন্তব্য করেছেন বাফলার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত রাত ভোর না হতেই ইন্টানেটে বদলে যেতে দেখেছেন। বাফলার কার্যক্রমের মাঝে ঘনিষ্ঠভাবে সমপৃক্ত জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবুর নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, বাফলা নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে না বরং নিয়মতান্ত্রিকতাকেই অনুসরণ করে। তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন যে, বাফলার সভায় তার দেয়া মতামত (সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে) গৃহীত হয়নি বলে তিনি কোন কোন সময় নিদারুন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নিজস্ব মতামতকে সকলের মতামত জ্ঞান করলে এ ধরনের ভুল বোঝা স্বাভাবিক।

জনাব এস এম হোসেন বাবু এটিভিতে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ডে প্যারেডের বিজ্ঞাপনটিকে কটাক্ষ করে মন্তব্য না করলেও পারতেন কেননা কি কারনে বিজ্ঞাপনটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল এবং কারা তৈরী করেছিল এ ব্যাপারটি তাঁর গোচরে দেওয়া হয়েছিল বলে আমার ধারনা । এনটিভির কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য ১২টি ছবি পাঠানো হলেও এনটিভির বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকর্তা নিজস্ব বিবেচনামত ৫টি ছবি দিয়ে এ বিজ্ঞাপনটি তৈরী করেছেন। পরবর্তীতে আমি এখান থেকে আরো বেশী ছবি সম্বলিত একটি ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরী করে পাঠালেও ফরম্যাটজনিত সমস্যার কারনে এনটিভি তা প্রচার করতে পারেনি। এই বিজ্ঞাপনটিতে আমি বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০০৭ এ চুপিসারে অংশগ্রহনকারী জনাব এস এম হোসেন বাবুর বাংলা পাঠশালার ছবিও সংযুক্ত করেছিলাম, হয়তো এটি প্রচারিত হলে বোধহয় তাঁর উষ্মার বহিঃপ্রকাশটা একটু কম হতো। একুশ পত্রিকার বেশীর ভাগ সংখ্যাতেই দেখা যায় তিনি তাঁর এবং বাংলা পাঠশালার ছবি ও সংবাদ এবং লেখা দিয়ে ভরে রাখেন। আমার কখনো এতে গাত্রদাহ হয়নি।

জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু প্যারেডের দিনে প্রচন্ড রোদে শিশুদের জন্য পানির বোতলের ব্যবস্থা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারবালা প্রান্তরে পরিণত এই ভারমন্ট শ্মশানে পিপাসায় কাতর শিশুদের করতে গিয়ে এখানেও তিনি প্রকৃত সত্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন। সেইদিন প্যারেডের সময় বেশ জোরে হিমেল বাতাস বইছিল যার ফলে তিনি ছাড়া রোদে কষ্ট আর কেউ পেয়েছেন বলে জানা যায়নি। তাছাড়াও বাজেটের স্বল্পতার বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল ছিলেন কেননা তিনি ছিলেন অন্যতম ফান্ড সংগ্রহকারী যদিও তাঁর সম্পর্কে প্রকট অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি একটিও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ না করায় তাঁর সাথে আমাকেও একই দ্বায়িত্বে পরে যুক্ত করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য শেষ পর্যন্ত আমাকেই সংগঠনদের কাছ থেকে ফান্ড সংগ্রহ করার দ্বায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

আরো একটি সংবেদনশীল বিষয় উলেখ না করলেই নয়, তিনি আরো কারো কারো সাথে একমত হয়ে মতপ্রকাশ করেছেন যে, অনুষ্ঠানের আয়োজক ও অন্যান্য শিল্পীদের একগুঁয়েমীর কারনে মমতাজের গান ভালো করে শোনার সৌভাগ্য অনেকের হয়নি। এতে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে, এই বরেণ্য শিল্পীর গান শুনতে যারা এসেছেন, তারা অন্যান্য শিল্পীদেরকে অবজ্ঞা করতে আসেননি। আমার আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, মমতাজ কি বাংলাদেশ ডে প্যারেড সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির একমাত্র আকর্ষন ছিলেন নাকি তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। একমাত্র আকর্ষণ হিসেবে তাঁকে আশা করতে হলে আমার ধারনা অনুষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে **'বাফলা মমতাজের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান'** করার দরকার ছিল। আমরা বারবার ভূলে যাই, যে এখানেও শিল্পী আছেন যাঁরা বাংলাদেশী-আমেরিকান দর্শকদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য যার-পর-নাই চেষ্টা করেন, অনেক ক্ষেত্রে কোনরকম বিনিময় ছাড়াই। স্থানীয় শিল্পীদেরকে কোন যুক্তিতে এভাবে তুচ্ছ করা ঠিক হয়?

জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবুকে আবারোও জনাব জাহিদ হাসান পিন্টুর সুরে কথা বলতে শোনা গেল; **'বাফলার ঘাপলা'** কথাটি, যা সচরাচর জনাব জাহিদ হাসান পিন্টুকেই বলতে শোনা যেত তা এবার জনাব এস এম হোসেন বাবুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে শুনলাম। ছন্দবহ অথচ অর্থহীন এই কথাটি উচ্চারন করে জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু তাঁর অন্যের কাছ থেকে ধার করা জ্ঞান জাহির করার প্রবণতাকেই তুলে ধরছেন। এবারে আবারো তিনি **'বাফলা বনাম সম্মিলিত বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটি'** বিষয়টি অবতারণা করেছেন যা লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী-আমেরিকান সংগঠনগুলি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাফলা ফেডারেশন কোন ব্যক্তি-পরিচিতি-ধারী স্বঘোষিত নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল নয় এটা বার বার প্রমাণ করেছে এই অর্থহীন বিতর্কটিকে পরিত্যাগ করে। এই বিতর্কের প্রবর্তকরা বার বার প্রপাগান্ডা করছেন যে, বাফলা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজকে বিভক্ত করছে। আসলে কি তাই? লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজ কবে এবং কোনকালে অবিভক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ ছিল? কে বা কারা এই বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজকে কখন ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন? এই ধরনের আজগুবি ধারনার প্রচার প্রপাগান্ডাতে জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু আবারো অংশ নিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনিও বাফলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামের মূলে কুঠারাঘাত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত রয়েছেন।

ফ্রাইজ ইলেকট্রনিকস্ এর অনুদান বা ঋণ কেন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল আর সবার মত জনাব এস এম হোসেন বাবুর পরিষ্কার জানার কথা কেননা সেই সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সত্যটা তিনি জেনেছেন। আশ্চর্য যে, তিনি এই বিষয়টা আবার অযথাই বিতর্কের মধ্যে টেনে এনেছেন ডঃ মাহবুব খানের বিরুদ্ধে একটি অবান্তর অভিযোগ এনে যা সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জনাব সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু নিজেকে বরাবরই বাফলা ফেডারেশনের ঐক্য ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে এর অন্যান্য সদস্য সংগঠনদের কাছে প্রচার করে আসছেন। তাঁর আচরণ কি এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে না? যদি কেউ বলতে চান তিনি একজন গঠনমূলক সমালোচক, তাহলে তার বিপরীতে বলা কি ভুল হবে যে, সমালোচনার ছদ্মাবরণে নিন্দা করাটাকে কখনোই গঠনমূলক সমালোচনা বলা যায় না, বলা যায় নিন্দা। আসুন নিন্দা বর্জন করে গঠনমূলক সমালোচনা করে বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার ব্রতে নিয়োজিত বাফলা ফেডারেশনকে আমরা আরো শক্তিশালী করি; শুধু শুধু ওষ্ঠসেবা দিয়ে তা করা সম্ভব নয়, এরজন্য চাই বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজের জন্য সত্যিকারের হৃদয়-উৎসারিত ও আন্তরিক শুভকামনা এবং সৎ অংশগ্রহন।

-ডঃ শাহ আলম, জলসাঘর

এপ্রিসিয়েশন না ফান্ডরেইজ

মতামত

এস এম হোসেন বাবু

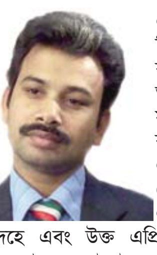

গত ১৩ এপ্রিল, ২০০৮ বাফলার মিটিংয়ে ডঃ মাহবুব খান বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী ৮০ জন, সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীদের এপ্রিসিয়েশন ডিনার দেওয়ার প্রস্তাব করে, এটা একটি মহতী উদ্বেগ নিঃসন্দেহে এবং উক্ত এপ্রিসিয়েশন ডিনারের জন্য একজন স্পনসর আহ্বান করলে জলসাঘরের খালিদ ১০০০ ডলার স্পনসর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপস্থিত সকলের বাহ্বা কুড়িয়ে নেয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে উক্ত এপ্রিসিয়েশন ডিনারের আয়োজন করা হবে। কিন্তু হঠাৎ বরাবরের মতো এবারও ই-মেইলের মাধ্যম বদলে গেল স্থান, শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারের জায়গায় হয়ে গেল পিকক রেস্টুরেন্ট। এখানে বাফলা কর্তৃপক্ষের সুনিপুণ একটি ভুল বাঙালি কমিউনিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাফলা প্রেরিত আমন্ত্রণপত্রের ভিতরে ছোট একটি চিরকুট ছিল যাতে উল্লেখ ছিল অংশগ্রহণকারী শিল্পী ব্যতিত অন্য কোন পারিবারিক সদস্য উক্ত এপ্রিসিয়েশন ডিনারে অংশগ্রহণ করিলে মাথা পিছু ২০ ডলার লাগবে। আমাকে একটি পরিবার প্রশ্ন করেছিলো, বাবু ভাই আপনাদের এই প্রীতিভোজ কি বাফলার জন্য ফান্ডরেইজ না সত্যিকার শিল্পী ও কলাকুশলীদের এপ্রিসিয়েশন ডিনার ? আমি প্রতি উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি বললেন, প্রথমত বর্তমান এই গ্যাসের মূল্যে মানুষ যখন দিশেহারা তখন ৩০ থেকে ৩৫ মাইল দূরে বাফলার এপ্রিসিয়েশন ডিনার আয়োজনের কারণ কি ? লস এঞ্জেলেস সিটিতে কি রেস্টুরেন্টের এতোই অভাব ? আবার কোন পারিবারিক সদস্য উক্ত এপ্রিসিয়েশন ডিনারে অংশগ্রহণ করিরে মাথা পিছু ২০ ডলার লাগবে। এখন আমার প্রশ্ন, আমার বাচ্চার বয়স মাত্র ১১, সে কিভাবে এতোদূরে যাবে ? আপনারা কি কোন শাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছেন নাকি কৈয়ের তেলে কৈ ভাজার চেষ্টা করছেন ? আমি অনেকটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, যেমন ?

তিনি প্রতি উত্তর দিলেন, পিককের রেন্ট ১৫ ডলার, এখন আমি ও আমার স্ত্রী যদি যাই তবে আমাদের দিতে হবে ৪০ ডলার। এখন আমি ও আমার স্ত্রীর জন্য খরচ হচ্ছে ৩০ ডলার অর্থাৎ আমার পরিশোধিত ডলারের বাকি ১০ ডলার দিয়ে আপনারা আপ্যায়ন করছেন আমার মেয়েকে। তাহলে কি দাঁড়ালো, আপনারা কৈয়ের তৈল দিয়ে কৈ ভাজার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া তথাকথিত জলসাঘরতো আপনাদের স্পনসর করছে ১০০০ ডলার, নাকি জলসাঘরের স্পনসর ছিল লোক দেখানো। আর যদি তাই হয় তাহলে আপনাদের প্রকাশ করতে বাধা কোথায় ? আপনারা না হাজার হাজার ডলার বাফলাকে লোন দিয়ে বাংলাদেশ ডে প্যারেড করছেন। হিসাবের স্বচ্ছতার অভাবেই হোক আর ইগোর জন্যই হোক ফান্ডরেইজের অর্থ ফিরিয়ে দিতে এতটুকু কুন্ঠিত হননি। তবে এখন এতো কার্পণ্যতা কেনো ? আর যদি বাফলার জন্য ফান্ডরেইজ করেন তাহলে তা উল্লেখ করতে বাধা কোথায়।

আপনাদের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমার একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়লো 'আপনাদের ঘর নাই তবুও দুয়ার দিয়ে ঘুমাতে আপনারা ভালোবাসেন'। ভাই এপ্রিসিয়েশন যদি করতেই হয় তাহলে বাফলার সাথে জড়িত সকল সংগঠনের পরিবারদের কাছে এপ্রিসিয়েশন করুন। কারণ ডাঃ হাসেম, ইব্রাহিম, জয়নাল আবেদীন, জলিল খান, মোঃ কিবরিয়া, কর্ণেল হুদা, মেজর হামিদ, মেজর কুতুবী, মুজিব সিদ্দিকী, হুমায়ুন, টিয়া, হাবিব, ইসমাইল, এমরান, ডঃ নাজমুল উল্লা, ফ্রেন্ডস বাবু, আনিস সহ আরো অনেক (কমিউনিটি নিবেদিত প্রাণ) নিজের পরিবারের সময় নষ্ট করে বাফলায় এসে কাজ করেছে। অর্থাৎ যে সময়টুকু তারা পরিবার-পরিজনদের সাথে ব্যয় করতে পারতো। তাই প্রকৃতপক্ষে এপ্রিসিয়েশনের হকদার বাফলার সাথে ও বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকল সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীদের পরিবার পরিজন। তাই বাঙালি কি এতোই বোকা ? গেলাম না আপনাদের এপ্রিসিয়েশন ডিনারে।

আমি বাফলার পক্ষ থেকে সেদিন তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম এবং তার এই প্রতিবাদ আমি বাফলার এক সভায় উপস্থাপন করি কিন্তু বাফলার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কর্ণপাত হয়নি। কিন্তু ১৮ মে বাফলার এপ্রিসিয়েশন ডিনারে গিয়ে দেখলাম মাত্র ৮১ জন উপস্থিত, এর মধ্যে ১২ থেকে ১৩ জন বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীদের দেখা মেলে। ইব্রাহিম, জয়নাল আবেদিন, জলিল খান, সালে কিবরিয়া, মেজর হামিদ, এমরান, ডঃ নাজমুল উল্লা, ফ্রেন্ডস বাবু সহ বাফলার অনেক নির্ভীক সৈনিককে না দেখে অনেকটা আশ্চর্য্য হই বটে। এই যে আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুপস্থিতি, এর ব্যাখ্যা কি দেবেন বাফলার কর্তৃপক্ষ। রাত ৯:১০ মিনিটে ডঃ মাহবুব খান শুরু করেন আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদে ভূষিত করা।

ডঃ মাহবুব খানের পর পরই বাফলার অনেক সদস্যই মঞ্চে উঠে বাফলার বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং বাফলার অনেক ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করলেন। বাফলার ভুলত্রুটির জন্য বাফলার সৃষ্টা ডঃ মাহবুব খান দুঃখ প্রকাশ করেন। ডঃ রুবির বক্তব্যের রেশ ধরে আমি একজন বাফলার সদস্য হিসাবে আমার বক্তব্যে বাফলার সৃষ্টির এবং বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকল সংগঠক, সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীর পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য এবং সেই সাথে বাফলার অনেক ভুলত্রুটির জন্য বাফলার সকল সদস্যের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই। আহ্বান জানাই আসুন সবাই মিলেএকটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করি। পৃথিবীতে কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে না, আর তা যদি গঠনমূলক সমালোচনা হয়, আসুন তা গ্রহণ করতে শিখি এবং অতীতকে সম্মুখে রেখে আগামীর পথ চলি। সত্য বললে মা মার খায় না, বললে বাবা হারাম খায়। বর্তমানে আমার অবস্থা অনেকটা এই রকম।

আমি বাফলার বিপক্ষে নই, আমি বাফলার একজন সদস্য। আমি বাবু, যখন বাফলার অর্থের প্রয়োজন ছিল তখন সর্বপ্রথম পকেট থেকে কড়করা ১০০ ডলারের ৫টি নোট বের করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ডঃ শাহ আলম হয়তো তা ভুলেই গেছেন। বাফলার সদস্য হলে যে ভুলকে ভুল বলতে পারবো না, সত্যকে গোপন করতে হবে এমন কোন নিয়ম বাফলায় আছে কিনা আমার জানা নেই। গত বছর বাংলা পাঠশালা চুপিসারে নয়, শাহ আলম সাহেব, ডঃ মাহবুব খান, কর্ণেল হুদা, মেজর হামিদ, ইশতিয়াক চিশতি, সালে কিবরিয়ার অনুরোধে এবং দেশ-মাতৃকার টানে বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া বাংলা পাঠশালা তখনও বাফলার অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন ছিল। বাফলা সত্যিকার অর্থে যদি ইউনিটি ফেডারেশন হয়ে থাকে তাহলে তার ভুলত্রুটি সমাজের কাছে তুলে ধরার অধিকার একজন সাংবাদিকের আছে।

জলসাঘরের শাহ আলমের প্রতিবাদ প্রসংগে প্রতিবেদকের বক্তব্য

মতামত

পাঠক - সংখ্যা একুশ-এ **"বাফলা" শ্মশানের মাঝে বাংলাদেশ প্যারেড** শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আমার কোন নিজস্ব মতামত ও যুক্তরাষ্ট্রের বাকস্বাধীনতার অপব্যবহারও নয়। এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ, সত্য, স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মন্তব্য নিয়ে লিখিত ও উপস্থাপিত। এ প্রসংগে বাংলাদেশের একটি প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি কথা, "ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা লাফায়" অর্থাৎ একটি ছাগলের তিনটি বাচ্চা, তার মধ্যে দুটি মায়ের দুধ খায় এক সাথে আর তিন নম্বরটি স্থান না পেয়ে বাইরে লাফায়। সেটি দুঃখে না আনন্দে তা জানি না।

যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে সব প্রশ্ন ছিলো কর্ণধার হিসেবে বাফলার কাছে নিকট কিন্তু বাফলার কর্ণধার হিসেবে তিনি এর প্রতিবাদ করেননি। অথচ জলসাঘরের শাহ আলম যেভাবে এর প্রতিবাদ করেছেন তাতে তিনি প্রশ্ন ও প্রতিবেদনের উত্তর পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেদককে আক্রমণ করে লিখেছেন। পাঠক, আমাদের জলসাঘরের শাহ আলম সবেমাত্র সাংবাদিকতা শুরু করেছেন, তাই হয়তো তিনি জানেন না, "শাহ আলম ও আলম নামের একাধিক ব্যক্তি" ... শাহ আলমের সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা গেছে, জলসাঘরের শাহ আলম সব সময়ই বেশী লাফালাফি করেন। এ নিয়ে বাফলার মিটিং চলাকালেই একাধিকবার তার সাথে বাফলার একাধিক সদস্যের সাথে হাতাহাতির উপক্রম হয়েছে। ডঃ মাহবুবের কোন সমালোচনা করলে বা তার মতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তিনি একজন দেহরক্ষীর মতো লাফ দিয়ে উঠেন। প্রতিবেদনের কোন অংশ যদি মিথ্যে হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের সৎ সাহস থাকলে উন্মুক্ত সাংবাদিক সম্মেলন ডাকুন, সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামনেই এর জবাব দিতে চাই।

জলসাঘরের শাহ আলম সাহেব মনে রাখবেন 'বাফলা' কোন প্রাইভেট লিমিটিড কোম্পানী বা আপনার ব্যক্তিগত সংগঠন নয়। এটা পাবলিক লিমিটেড সংগঠন, এখানে লস এঞ্জেলেসের প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে। সাংবাদিকতার আদর্শ অনুসারে এবং একজন সক্রিয় লেখক হিসেবে সমাজ,সংগঠন বা ফেডারেশনের ভুল-ত্রুটি, ভালো-মন্দ কার্যক্রম সব কিছু তুলে ধরার অধিকার একজন সচেতন সাংবাদিক রাখে । কোন সংগঠনের আদর্শ প্রচার বা মুখপত্র হিসেবে যে মিডিয়া কাজ করে সেখানে লিখবার মানষিকতা আমার নাই।

গত সংখ্যা একুশ পত্রিকায় বাফলার বাংলাদেশ ডে প্যারেডের সাফল্য ও ভালো কার্যক্রমগুলি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেভাবে ভুল-ত্রুটিগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। একুশ পত্রিকার কোথাও প্যারেডের সংগঠক জনাব মেজর (অবঃ) সাইফ কুতুবীর কোন সমালোচনা করা হয়নি। জলসাঘরের শাহ আলম অযথাই তার নাম টেনে এনে সত্যের পাশ কাটাতে চেয়েছেন।

জলসাঘরের শাহ আলম সাহেব উল্লেখ করেছেন, লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী সমাজ কবে, কোনকালে অবিভক্ত ছিলো ? আপনার অবগতির জন্য বলতে চাই লস এঞ্জেলেসের প্রবাসী বাংলাদেশীরা সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ ছিলো এবং আছে। শুধুমাত্র আপনাদের মতো কতিপয় স্বঘোষিত সমাজ নেতারাই কমিউনিটিকে বিভক্ত রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন। তার উদাহরণ এই বাফ-লার ভিতরেই। বাফলার নিবন্ধনকৃত ৬৪টি সংগঠন থাকলেও মাত্র ১৬ /১৭টি সংগঠন ২০০৮ সালের প্যারেডে অংশ নেয়। বাকি সংগঠনগুলি যাতে বাফলার কার্যক্রমে অংশ নেয় সেই উদ্যোগ যতোবারই নেওয়া হয়েছে প্রতিবারই আপনি সবার আগে লাফ দিয়ে উঠেছেন এবং ডঃ মাহবুব খান নীরবে সমর্থন দিয়ে গেছেন। বাফলাকে সার্থক করার জন্য জাহিদ হোসেন পিন্টু ও মমিনুল হক বাচ্চুর প্রস্তাব আপনারা মাত্র ৩ /৪ জন বাফলার নেতা গ্রহণ না করলেও মমিনুল হক বাচ্চু প্যারেডের সময় নিজে উপস্থিত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চায় তারই প্রমাণ দিয়েছেন। তার উদারতা আপনাদের জন্যই লজ্জাকর ব্যাপার।

কিভাবে সিদ্ধান্ত বা মিটিংয়ের প্রস্তাবগুলি পাল্টে যেতো সে অভিযোগ শুধু এ প্রতিবেদকেরই নয়, মিটিংগুলিতে অনেকেই প্রকাশ্যে করেছেন। সমস্যা হলো ডঃ মাহবুব খান সব কথা ও অভিযোগ ধৈর্য্য ধরে শোনেন বাংলাদেশের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডঃ ইয়াজউদ্দীনের মতো, তবে সিদ্ধান্ত নেন নিজের ও তার পছন্দের ৩ /৪ জনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। এ প্রসংগে একটি উদাহরণ টানছি - ২০০৭ সালের প্যারেডের পূর্বে একটি কমিউনিটি মিটিংয়ে ... [illegible]

৫ অফিসার আর ৩২ সংগঠন নিয়ে বাফলা

মতামত

ইসমাইল হোসেনের মন্তব্য:

বাফলা, বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস অবশেষে ৩২টি সংগঠন নিয়ে প্রতিনিধির চরিত্র অর্জন করতে যাচ্ছে। জুন ২০০৬-এর কথিত ৪০টি অথবা পরবর্তী সময়ের ৬৪টি অর্গানাইজেশন এখন আর বাফলার অংশ নয়। ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টার এবং প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এখন ৫ জন অফিসার মনোনয়নের মধ্য দিয়ে বাফলা চূড়ান্ত হবে চলতি জুন-জুলাইয়ে, বলতে গেলে তো ৩টি বছর একরকম সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, গণসংযোগ অফিসার এবং সহ সভাপতির পদ আগলে ছিলেন এই ফেডারেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা ডঃ মাহবুব খান। ২০০৭ এবং ২০০৮-এ দুইজন কোষাধ্যক্ষ ছাড়া আর কোন পদই পূর্ণ ছিলো না বাফলায়।

২০০৮-এর সফল প্যারেড অনুষ্ঠানের পর ডঃ মাহবুব খানকে এই বিষয়টি নিয়ে উৎসাহিত করে তোলেন মূলধারার ইসমাইল হোসেন, প্যারেডের অধিনায়ক মেজর কুতুবী, সৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন বাবু এবং মুজিব সিদ্দিকী। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ইসি মেম্বার ছাড়াও বাফলা নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত হয়েছেন তাদের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে। ১৮ মে শিল্পী ও সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা শেষে উপদেষ্টা পরিষদের নাম চূড়ান্ত হবে। উপদেষ্টা পরিষদই আয়োজন করবেন ৫ জন অফিসার বাছাইয়ের নির্বাচন বা মনোনয়ন। বলা যায় অবশেষে বাফলা তার গতিপথ খুঁজে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত, মুক্তিযোদ্ধা, তবলীগ, মূলধারা, উত্তরণ, বাংলা পাঠশালা, বিজনেস এসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন - কি নেই বাফলাতে, এতসব নিয়ে একসাথে থাকা যায় তার নামই বাফলা।

প্রয়োজনীয় মিটিং ছাড়া ইসমাইল সাহেবের সব মিটিং-এ যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তিনি প্রথম ৫ জনের মধ্যে নাই ১৫ জনের মধ্যে আছেন, তবে ৩০ জনের মধ্যে হলে ভালো হয়। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাফলায় যারা সময় বেশী দিয়েছেন তার মতে তাদের মধ্যে ৫জন সিনিয়র ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন যারা বাফলার অফিসার হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে। তিনি ঐক্যে বিশ্বাসী, ঐক্য জোরদার হওয়ার পর নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলা যাবে, আগে ঐক্য সুদৃঢ় হোক। মাহবুব খান নাকি প্রেসিডেন্ট হতে চাইছেন না প্রসঙ্গে বললেন "তিনি না চাইলেও তারচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেইবা হতে পারে ? তিনি একেবারে বিদায় নিলে অন্য কথা, তাতো তিনি করবেন না"।

ওয়ার্কার্স রাইট ও শোষণের বিরুদ্ধে কমিউনিটিতে পিটিশন সংগ্রহ হচ্ছে

একুশ রিপোর্ট : সাম্প্রতিক লেবার রাইট ভায়োলেশনের অনেক রিপোর্ট আসাতে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক কমিউনিটিকে সচেতন করে কর্মীদের ন্যায্য পাওনা থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত করছে তাদের বিরুদ্ধে কমিউনিটির শান্তিপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছে ... লক্ষ্যে পিটিশন সংগ্রহ করছে। পাইওনিয়ার বুলোভার্ডের কয়েকটি দোকানের কর্মচারী ও বৃহত্তর লস এঞ্জেলেসের সেভেন ইলেভেনের (৭-১১) অনেক কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য দাবী নিয়ে এই নন-প্রফিট এজেন্সি-এর স্মরণাপন্ন হয়। এরই সূত্র ধরে 'সান' কমিউনিটির কাছে অনেক অন্যায় ব্যবসায়ীদের খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছে। এতে নিগৃহীত কর্মচারীরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। শ্রমের ন্যায্যমূল্যের এই পিটিশনে 'সান' -কে তথ্য দিয়ে আপনিও এর বর্বরতা বন্ধ করার স্বপক্ষে সৈনিক হতে পারেন বলে 'সান' আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। সানের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি পিটিশনে স্বাক্ষর করতে পারেন।

www.southasiannetwork.org Phone : 562 403 0488 x 108, 18173, S. Pioneer Blvd., Artesia, CA 90701

বাফলায় নতুন নেতৃত্ব আসছে

◁ প্রথম পাতার পর: বে এরিয়াতে ২০০৬ সালে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাফলার বর্তমান প্রধান লস এঞ্জেলেসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের একত্র করে একটা ফেডারেশনের কথা চিন্তা করেন। কর্ণেল (অবঃ) ওমর হুদা তখন স্থানীয় সংগঠনগুলির অনৈক্যের কথা বলছিলেন। পর পর দুটি সাফল্যজনক প্যারেড ও মেলা করার পর অ্যাপ্রেশিয়েশন ডিনারে অনেকেই সেই অনৈক্যের কথা ভুলে গিয়ে ডঃ মাহবুব খান ও তার টীমদের ধন্যবাদ জানান। মাহবুব খান স্পেশাল ধন্যবাদ জানান মেজর কুতুবী, ইসমাইল হোসেন, ডাঃ হাসেম, জলিল খান, তোহাসহ মিডিয়ার সাথে জড়িতদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের। ১১ টি সংগঠন ও সমাজের অন্যান্য সুধীদের নিয়ে ৮২ জন অতিথি বাফলার আমন্ত্রিত ডিনারে উপস্থিত ছিলেন। এই ডিনারের আয়োজনটি ছিলো বহুল আলোচিত ও প্রচারিত। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিলো যে প্যারেডে যতগুলি সংগঠন তাদের ব্যানার ও দলবল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলো তার অর্ধেকও ডিনারে উপস্থিত হয়নি। কারণটা খুঁজলে দেখা যাবে, বাফলায় স্বচ্ছ কোন কার্যকরী কমিটি না থাকায় সবাইকে একই সূত্রে গাঁথা সম্ভব হয়নি। বাফলাকে ফি দিয়ে যারা তাদের সংগঠনের নাম রেজিস্ট্রি করেছিলেন এবং যারা ফি দেওয়ার অংগীকার করে পরবর্তীতে ফি দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন, সেই চক্ষুলজ্জা থেকে বা বাফলার বর্তমান ছায়া কমিটির প্রতি অনাস্থার কারণে সকল সংগঠন একত্রিত হয়ে পারস্পারিক শুভেচ্ছা বিনিময়েও আগ্রহী হয়ে উঠেনি। বাফলার সৃষ্টিতে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তারা ছিলেন লস এঞ্জেলেসের সামাজিক অঙ্গনের দ্বিতীয় পক্ষ। সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণীয়ার সবচেয়ে পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বালা দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কোমায় থাকার ফলে এঞ্জেলেসে দুই তিনটি ধারার সূত্রপাত হয়। সেই সুযোগে একটি ধারা মাহবুব খানের এই ফেডারেশনের আইডিয়াকে লুফে নেয় এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রীয় সংগঠনগুলিকে এক করে বালার মতো শক্তিশালী একটি সত্ত্বা তৈরী করার প্রয়াস চালায়। গত দুই বছর ধরে মূলধারার সেই সব দলপতিরা যেহেতু নিজেদেরকে সত্যিকার সমাজপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে সেহেতু তারা বাফলার ছায়াতল থেকে সরে গেছে। বর্তমানে আছে নিম্নোক্ত কিছু সংগঠন। যদিও কিছু কিছু সংগঠনের সামাজিক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। বাফলার দাবী অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৩২টি সংগঠন এখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস (AABEA), আঞ্জুমানে রহমান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্ণিয়া, বাংলা পাঠশালা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালী লস এঞ্জেলেস, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ভ্যালী, বাংলাদেশ মেলা, বাংলাদেশ ফিজিশিয়ানস অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশী আমেরিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (BAPAC), বাংলাদেশ আমেরিকান শেরিফ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল (BASAC), বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ভ্যাটারন অফিসার এসোসিয়েশন (BAVOA), বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্ণিয়া (BDSAC), বেঙ্গল হেরিটেজ অব ক্যালিফোর্ণিয়া, বৈশাখী মেলা, বাংলাদেশ সোসাইটি অব লস এঞ্জেলেস (BSLA), বাংলাদেশ ওমেন্স অর্গানাইজেশন অব ক্যালিফোর্ণিয়া (BWOC), ক্যালিফোর্ণিয়া জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন, ফ্রেন্ডস ক্লাব, গানের মেলা, আইডিয়াল উইকেন্ড স্কুল, জলসাঘর এন্টারটেইনমেন্ট, লস এঞ্জেলেস পাঠক ফোরাম, মুক্তিবাহিনী, মূলধারা, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (MUNA), নারায়নগঞ্জ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (NANA), রিদম, সাংবাদিক ইউনিয়ন লস এঞ্জেলেস, তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্ণিয়া, ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম (USBBF) ও উত্তরণ।

উপরোক্ত লস এঞ্জেলেসের সংগঠনগুলির মাঝে কারা কারা সক্রিয় বাফলার সৈনিক হিসাবে কাজ করছেন তা লস এঞ্জেলেসবাসীদের সকলেরই জানা। স্থানীয় কেউ যদি সেই সকল সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত না হন তবে বাফলার কার্যক্রমে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। সেই সুবাদে বাফলাকে গ্রহণযোগ্য অবস্থানে আনার লক্ষ্যে জন্য গত ১৩ মে, ২০০৮ বাফলার অস্থায়ী কার্যালয় ডাঃ হাসেমের ডেন্টাল ক্লিনিকে এক্সিকিউটিভ কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হয়। সেখানে মোট ১০টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাদেরই উপস্থিতিতে এডভাইজরী কমিটি গঠিত হয়। পওে এডভাইজরী কমিটির চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন ডঃ মাহবুব খান এবং বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন মুজিব সিদ্দীকি। এডভাইজরী কমিটির অনেকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা তাদের নাম দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কেউ কেউ এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

বাফলার অফিসার নির্বাচনের সময়সীমা আগামী জুন ২২ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে একুশ পত্রিকা সাধারণ জনগণ ও বাফলার অর্গানাইজেশনগুলির সদস্যদের মাঝে এক জরীপ চালায়। জরীপে বাফলায় অ্যাকটিভ ১৮ জনের বিপরিতে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ও পাবলিক রিলেশনের উপর মতামত নেওয়া হয়। মোট ১৪৪ জন স্থানীয় প্রবাসী এই জরীপে অংশ নেয়। এর মাঝে বাফলায় কোন না কোনভাবে জড়িত ৪৫ জন এবং ৯৯ জন সাধারণ মানুষ তাদের মতামত প্রকাশ করে।

জরীপের ফলাফল ঃ

প্রশ্ন ঃ বাফলার অফিসার নির্বাচনে ইলেকশন / সিলেকশনে আপনি কোন পদে কাকে দেখতে চান (শুধুমাত্র একজনের জন্য একটি পদে টিক চিহ্ন দিন)

জনগণের ভোটে প্রথম ১০ জনের নাম।

যারা ৫টি পদে ভোট দিয়েছেন ঃ ১). ডঃ জয়নাল আবেদীন ২). ডাঃ হাসেম ও ডঃ মাহবুব খান ৩). এনামুল হক এমরান ৪). কর্ণেল (অবঃ) ওমর হুদা ৫). ইঞ্জিনিয়ার জলিল খান ৬). মিজান শাহিন ও হাবিব আহমেদ টিয়া ৭). ডঃ শাহ আলম, মেজর (অবঃ) কুতুবী, আবুল ইব্রাহীম ও মোঃ তোহা ৮). ডঃ রুবী হোসেন ৯). ইসমাইল হোসেন ১০). আনিসুর রহমান ও মুজিব সিদ্দীকী

বাফলার সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের মধ্যে জরীপের টপ টেন ঃ

১). ডঃ মাহবুব খান ২). ডাঃ হাসেম ও মেজর (অবঃ) সাইফ কুতুবী ৩). জলিল খান ৪). মোঃ তোহা ও ডঃ শাহ আলম ৫). মুজিব সিদ্দীকি ৬). কর্ণেল (অবঃ) ওমর হুদা ও মিজান শাহিন ৭). ডঃ জয়নাল আবেদীন ৮). ইসমাইল হোসেন ৯). আনিসুর রহমান ১০). হাবিব আহমেদ টিয়া।

উপরোক্ত দুইটি জরীপে এস এম হোসেন বাবু জনগণের রায়ে সর্বোচ্চ স্থান ও বাফলা গ্রুপের ভোটে তৃতীয় স্থান দখল করে নিলেও জরীপ সাহায্যে তার সম্পৃক্ততার কারনে এবং একুশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এই ফলাফলে এম হোসেন বাবুর নাম উল্লেখ করা হলনা।

১৫% ভোট এসেছে বাফলার প্রয়োজনীয়তা আছের পক্ষে এবং ১৯% ভোট এসেছে প্রয়োজনীয়তা নাই এর পক্ষে। ৭% বলেছেন তাদের পছন্দের প্রার্থী এই ১৮ জনের মাঝে নাই। মমিনুল হক বাচ্চুর নাম উল্লেখ করেছেন দুইজন এবং এমাদ চিশতীর নাম উল্লেখ করেছেন একজন।

গত মে মাসের ১১ - ১৯ তারিখ পর্যন্ত এই জরীপ চলে। যেহেতু বাফলার নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার বা পছন্দ নাই সেইহেতু বাফলার নিজস্ব নির্বাচনে ডঃ মাহবুব খান যদি না দাঁড়ান (যা তিনি বলেছেন) তাহলে ডাঃ হাসেম ও মেজর (অবঃ) সাইফ কুতুবীর মাঝে প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে লড়াই জমে উঠবে। প্রথম ৫ জনের মাঝে জলিল খান, মোঃ তোহা, ডঃ শাহ আলম, মুজিব সিদ্দীকি (যদি তিনি না দাঁড়ান), কর্ণেল ওমর হুদা ও মিজান শাহিনের মাঝে বাফলার পরিচালনা পরিষদ সীমাবদ্ধ থাকবে বলে একুশের জরীপে প্রকাশ।

ডাঃ হাসেম (প্রেসিডেন্ট), মোঃ তোহা (ভাইস প্রেসিডেন্ট), মেজর (অবঃ) সাইফ কুতুবী (সেক্রেটারী), ডঃ শাহ আলম (কোষাধ্যক্ষ) ও এম হোসেন বাবু (মিডিয়া রিলেশন) বর্তমানে ব্যালটের পর্যায়ক্রম অনুসারে সংগঠনদের মধ্যে ফেভারিট রয়েছেন। শক্তিশালী ফেডারেশন হিসাবে বাফলাকে দেখতে চাইলে এখনই ত্যাগ-তিতিক্ষার উপস্থাপন জরুরী।

বর্তমানে বাফলা ৪ টি ফর-প্রফিট ব্যবসায়িক নামে লস এঞ্জেলেসে এবং একটি কর্পোরেশনের নামে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১) বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস , বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস বাফলা, বাফলা ইনক্ (রেজিষ্টার্ড হয়েছে ০২/১৩/০৭, ডকুমেন্ট #০৩১৪৫১৮ / ০৬৫৪৪৭৬), ২) বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস বাফলা (রেজিষ্টার্ড হয়েছে ০২/২২/০৮ ডকুমেন্ট #০৩১৪৯৮৬) ৩) বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস (রেজিষ্টার্ড হয়েছে ০২/২২/০৮ ডকুমেন্ট #০৩১৪৯৮৭), ৪) বাংলাদেশ ডে প্যারেড (রেজিষ্টার্ড হয়েছে ০৪/০২/০৮ ডকুমেন্ট #০৫৬৭১০০)। বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস বাফলা সেক্রেটারী অব ষ্টেট, ক্যালিফোর্ণিয়ায় রেজিষ্টার্ড হয়েছে ০১/১৮/০৭ সার্টিফিকেট #সি ২৯১০৭২৭ এজেন্ট মাহবুব আর খান) ।

প্রার্থীদের আগে থেকেই বাফলার বর্তমান অপারেশন সমন্ধে পরিষ্কার ধারনা থাকা উচিৎ বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে।

বাফলার যে কোন সাফল্যে একুশ সব সময় গৌরবান্বিত এবং একনায়কতন্ত্রে বিব্রত। পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে বাফলার সাথে সাথে ছায়ার মতো থাকবে একুশ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারবো, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই'' - সেই সূত্র ধরে অন্তরের জড়তা, বাধা, অন্ধ গোড়ামি ও স্বদেশ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে 'তারা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন তপস্যায়'।

বাফলার নিয়ম-অনিয়ম ও অর্জন

একুশ রিপোর্ট: বাফলা (BUFLA) গ্রেটার লস এঞ্জেলেস এলাকায় বাংলাদেশী বিভিন্ন সংগঠনকে সত্যিকার অর্থে একতাবদ্ধ একটি ফোরামে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। এ বছরের বাংলাদেশ ডের প্যারেড অনুষ্ঠানটি ছাড়াবাকী বিষয়ে সাফল্য গত বছরের তুলনায় ম্লান এবং সংগঠনটিতে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে এমন অভিযোগও অনেকের। স্থানীয় যে সব বাংলাদেশী কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নয় তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে ফেডারেশনের একতায় একাত্ম ভাবতে পারেন নি। তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন বিশাল বাজেটের অনুষ্ঠান, বাফলা সংগঠন আর স্বোচ্ছাচারী বিভিন্ন আচরণের ফলাফল নিয়ে। এতসব করে, এত পয়সা খরচ করে কি শুধুই বাদ্য-বাজনা নাকি সত্যি কাজের কাজ কিছু হয়েছে তা জানতে আগ্রহী প্রবাসী মহল ।

বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস বা বাফলা স্থানীয় প্রায় সব সংগঠনকে নিয়েই প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে জুন ২০০৬-তে। বিপুল উৎসাহে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিচালনা পরিষদ তৈরী হলো আর ঐসব প্রতিনিধিরাই এমন একজনকে তাদের নেতা বানালেন যিনি নিজেই কোন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন নি; অথচ বাফলা সংগঠনদের সংগঠন। সুতরাং রাজাদের রাজা এলো বাইরে থেকে যার কোন রাজ্যই নেই। তবে যাই হোক না কেন ২০০৭-এ বাংলাদেশ ডে প্যারেড নামে একটি প্যারেড অনুষ্ঠিত হলো বেশ জাঁকজমকের সাথেই। এটি দৃষ্টিনন্দন যেমনি হলো তেমনি প্রশংসাও পেলো। তবে সাধারণের কি উপকার হলো তা স্পষ্ট হলো না। এরি মধ্যে বেশ কটি সংগঠন বাফলার কিছু নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অসহযোগিতা ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির অভিযোগ এনে সাময়িকভাবে নিস্প্রভ হয়ে গেলো।

বাফলা অবশ্য বিবাদ, অসন্তোষ না মিটিয়েই অদ্ভুত গতিতে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালাতে লাগলো। কিছু অতি সক্রিয় ছোট বড় সংগঠন নিয়ে বাফলা কন্সটিটিউশন বা গঠনতন্ত্র তৈরী করে ফেললো আগস্ট ২০০৭-এর মধ্যেই। প্রায় একই সময় বাফলার তাড়াহুড়া ধরণের একটি নির্বাচনও গেল ভেস্তে। বিবাদী সংগঠনরা অভিযোগ আনলো অগণতান্ত্রিকতার। বাফলা দাবী করলো গঠনতন্ত্র যথাযথ প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়েছে। ভানুর ডাবল এল মার্কা পিলারের মতো ফেডারেশন এবং ইউনিটির এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র জনসমুক্ষে এসে যাওয়ায় বাফলার নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ মিলতে লাগলো। যেমন,

১). গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী বছরের এপ্রিল মাসের শেষ রবিবারের মধ্যে নির্বাচন হলো না, আগের কমিটিই কর্তৃত্ব ফলাতে থাকলো।

২). ধারা অনুযায়ী এপ্রিলের আগে উপদেষ্টা ও বোর্ড অব ট্রাস্টি পরিষদ এর প্রধান, উপপ্রধান ইত্যাদি তৈরী হলো না অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনই তৈরী হলো না, নির্বাচনতো দূরাস্ত্।

৩). উপদেষ্টা ও বোর্ড অব ট্রাস্টি বা নির্বাচন কমিশন সময়সীমা পার করে, গঠনতন্ত্র লংঘন করে মে মাসে যাওবা তৈরী হলো, নির্বাচন কমিশনকে কাজের কোন সুযোগ বা সভাই করতে দেওয়া হলো না।

৪). নির্বাচন কমিশনকে বাফলা পরিষদের সময়সীমা পেরিয়ে নেতাই ই-মেইলে বলে দিলেন কেমন নাচ নাচতে হবে ও কি গান গাইতে হবে।

৫). গঠনতন্ত্র লংঘন করে আর নিজে অবৈধ থেকেও প্রচুর সংখ্যক সদস্যের ভোটাধিকার অবৈধ বলে উল্লেখ করা হলো।

৬). শৃংখলা ভঙ্গকারী সদস্যদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে শো-কজ করাই হলো না, গঠনতন্ত্র মানাতো দূরের কথা। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক, বিভিন্ন মহলের সন্তোষ, অসন্তোষের এ ছবিটি নিজেদের শোধরাতে বাফ-লায় ব্যবহার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কমিউনিটির জন্য বাফলার প্রয়োজন থাকায় সংগঠনটি শুদ্ধ প্রক্রিয়ায় চলুক এমনটিই মানুষের প্রতাশা।

সাংসারিক কাজে মহিলাদের আগ্রহ বাড়ছে

ঠিকানা ডেস্ক

চাইল্ড কেয়ার কস্ট (শিশু তত্ত্বাবধান ব্যয়) বৃদ্ধি, নির্ভরযোগ্য বেবিসিটার সহজে খুঁজে না পাওয়া, কর্মস্থলে যাতায়াতে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি কারণে হাই স্কুল পাশ বিবাহিত শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের চাকরি করার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। পোর্টফলিও ম্যাগাজিনে ১০ মে, ২০০০ এই সারগর্ভ তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে।

২০০০ সালের আদমশুমারী থেকে জানা যায়, জাতীয় পর্যায়ে তখন হাই স্কুল শিক্ষিত ৬৭% শ্বেতাঙ্গ বিবাহিত মহিলা চাকরি বাকরি করতেন। সে সময় বিগ আপেলের একই যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের ৪৯% চাকরি করতেন। বর্তমানে চাইল্ড কেয়ারের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে অনাকাংখিত সময়ক্ষেপণ, বেতন বৈষম্যসহ নানা কারণে নিউইয়র্কের অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক হাই স্কুল শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ বিবাহিত মহিলা বাইরের চাকরি বাকরির পরিবর্তে ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম ও বাচ্চা লালন পালনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

পরিসংখ্যান অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন নিউইয়র্কের প্রায় ২ মিলিয়ন বিবাহিত মহিলা স্বেচ্ছায় গৃহকর্ম ও সংসার ধর্ম পালনকে বেছে নিয়েছেন। সেন্ট লুইর্টস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের এক পর্যবেক্ষণে যানজটের বিচারে নিউইয়র্কের পরবর্তী স্থানগুলো দখল করে আছে হনলুলু, লস এঞ্জেলেস, মায়ামি, হিউস্টন এবং সানফ্রান্সিসকো নগরী। গবেষকদের মতে যে সকল সিটিতে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে সময় বেশি লাগছে সেই সকল নগরীতে মহিলাদের চাকরিতে যোগ দেবার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।

অন্যদিকে মিনেপলিসের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ৮০% শ্বেতাঙ্গ বিবাহিত মহিলা চাকরি বাকরিতে ব্যস্ত। তাদের উক্ত হার জাতীয় পর্যায়ে ২৫ উর্ধ্ব বয়সী চাকুরিজীবি পুরুষের হারের চেয়েও বেশি। মূলত ট্র্যাফিক জ্যামের ফলে সময় এবং অর্থ দুয়েরই অপচয় হয়। তার ফলে কর্মক্ষম মহিলারা কর্মক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। আর যাতায়াতে সময় বেশি ব্যয় হলে কর্মজীবীরা প্রাত্যহিক জীবনের বেশি সময় ঘরের বাইরে কাটাতে বাধ্য থাকেন।

ওবামার পিতা ছিলেন মুসলমান আর মা খ্রিষ্টান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমো-ক্রেটিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ইলিনয়ের সিনেটর বারাক ওবামার পিতা ছিলেন এক কেনীয় মুসলমান এবং সৎ পিতাও ছিলেন মুসলমান। অন্যদিকে, মা ছিলেন খ্রিষ্টান। মা এ্যান ডানহাম ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস রাজ্যের উইচিটার মেয়ে। প্রথমে আপন পিতা এবং পরে সৎ পিতার সঙ্গে মা এ্যানের ডিভোর্স হয়ে গেলে ওবামা হাওয়াইয়ের রাজধানী হনলুলুতে নানা নানীর আশ্রয়ে লালিত পালিত হন এবং মাতৃকূলের ধর্ম বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়। ওবামা জন্মসূত্রে মুসলমান। তার পিতার নাম বারাক হোসেন ওবামা সিনিয়র। সিনিয়র ওবামা ছিলেন আফ্রিকার কেনিয়ার নায়নজা প্রদেশের লুউই উপজাতির সন্তান। তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। সেখানে ওবামার মা এ্যান ডানহামের সঙ্গে তার পিতার পরিচয় হয়। এ্যান ছিলেন তার পিতার সহপাঠিনী। পরে তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট হনলুলুর কুইন্স মেডিকেল সেন্টারে এক ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হয়। সেই সন্তান হলেন ওমাবা। সিনিয়র ওবামা পুত্রের নাম রাখেন জুনিয়র বারাক হোসেন ওবামা। দুইবছর বয়সের সময় তার পিতামাতার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ্যান ডানহামের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর ওবামা সিনিয়র পড়াশোনা চালিয়ে যেতে কানেকটিকাটে যান। পরে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে যান অক্সফোর্ডে। ওবামার মা এ্যান আবার বিয়ে করেন এক ইন্দোনেশীয় মুসলমানকে। ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক লোলো সোয়েটরো ১৯৬৭ সালে স্ত্রী এ্যান ডানহাম ও সৎ পুত্র ওবামাকে নিয়ে ফিরে আসেন নিজ দেশে। ওবামার বয়স ছিল তখন ৬ বছর। তাকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায় একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এ স্কুলে লেখাপড়া করেন। একই সময় তিনি একটি ক্যাথলিক স্কুলেও পড়াশোনা করেন। ওবামার ১০ বছর বয়সের সময় তার সৎ পিতার সঙ্গে মায়ের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর তিনি মায়ের সঙ্গে হাওয়াইয়ে নানা নানীর কাছে এসে আশ্রয় নেন। নানা নানীর সান্নিধ্যে তিনি বড় হন। ওবামার পিতা সিনিয়র ওবামা মুসলিম হলেও এ্যানের সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি ছিলেন পুরোপুরি নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী। 'দ্য অডেসিটি অব হোপ' এবং 'ড্রিমস অব মাই ফাদার' নামে আত্মজীবনীমূলক দুইটি গ্রন্থে ওবামা নিজেকে খ্রিষ্টান হিসেবে দাবি করেছেন। 'দ্য অডেসিটি অব হোপ'-এ তিনি তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বলেছেন, 'তার মা পৃথিবীর সব ক'টি বড় ধর্মের উপর জ্ঞান লাভ করার জন্য তাড়না দিতো। মায়ের তাগিদে তিনি ইন্দোনেশিয়ার একটি মুসলিম স্কুল ও ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি হন। তাদের ঘরের শেলফে গ্রীক, স্ক্যান্ডেনেভীয় ও আফ্রিকার পুরাকথার পাশাপাশি পবিত্র কোরআন, ভগবৎগীতা, বাইবেল প্রভৃতিও শোভা পেতো।'।। সাহাদত হোসেন খান ।।

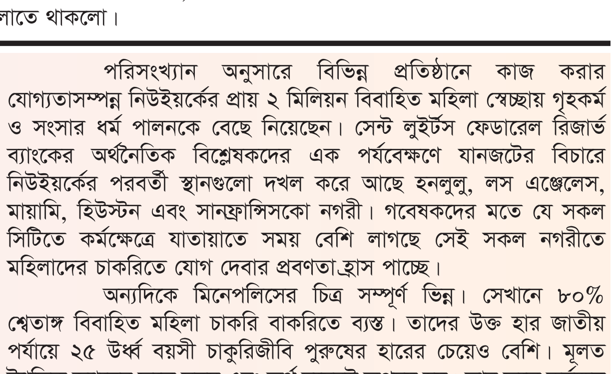
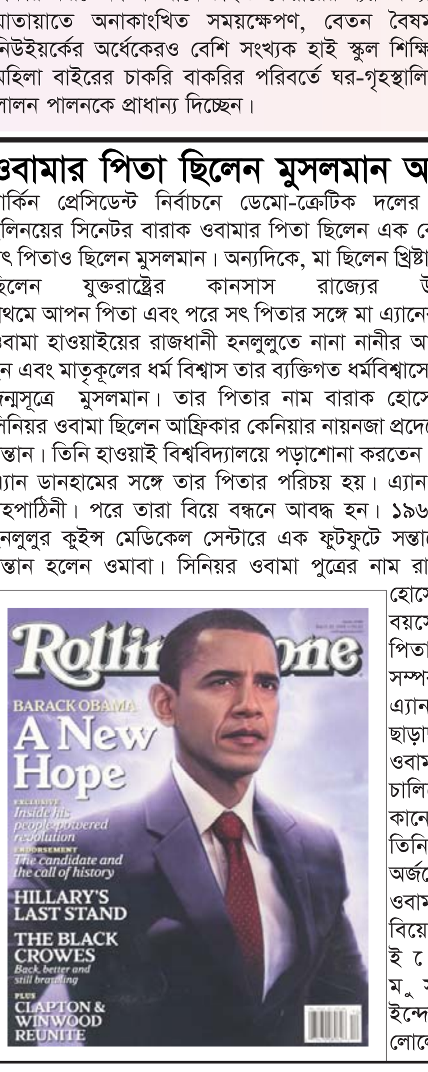
At their home in Jakarta, Ann Dunham poses in this undated photo with her second husband, Lolo Soetoro, their daughter, Maya, and Barack Obama. [Agencies]